Sanatan Dharma

গরুড. পুরাণ

গরুড. পুরাণ কী সম্পর্কে?
গরুড. পুরাণ হল 18টি গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু ধর্মগ্রন্থের মধ্যে একটি যা মহাপুরাণ নামে পরিচিত। এটি একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত, এটি বৈষ্ণব ধর্মের অনুসারীদের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, যা হিন্দু ধর্মের একটি শাখা যা দেবতা বিষ্ণুর প্রতি নিবেদিত।
কিন্তু গরুড. পুরাণে কী লেখা আছে ? এই প্রাচীন গ্রন্থটি বিভিন্ন হিন্দু ধারণার একটি বিশাল এবং আকর্ষণীয় অনুসন্ধান প্রদান করে।
জীবন ও তার পরেও একটি পথপ্রদর্শক - গরুড. পুরাণ
গরুড. পুরাণ রক্ষক দেবতা বিষ্ণু এবং তাঁর অনুগত পাখির মতো বাহন গরুড়ের মধ্যে একটি সংলাপ হিসাবে রচিত । বিষ্ণু গরুড়কে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান প্রদান করেন, যার মধ্যে রয়েছে: **********
1. পরকাল: মৃত্যুর পরে কী ঘটে তার একটি বিশদ বর্ণনা, যার মধ্যে রয়েছে আত্মার যাত্রা, স্বর্গ ও নরকের রাজ্য এবং কর্মের ধারণা।
2. অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া: মৃত ব্যক্তিকে পরলোকে উত্তরণে সহায়তা করার জন্য যথাযথ আচার-অনুষ্ঠান সম্পাদন।
3. ধর্ম ও কর্ম: ধার্মিক জীবনযাপনের গুরুত্ব এবং কারণ ও প্রভাবের নিয়ম।
4. বৈদিক জ্ঞান: মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ, স্তোত্র এবং আচার-অনুষ্ঠান।
5. আয়ুর্বেদ: প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি এবং সুস্থ জীবন বজায় রাখা।
6. আত্মার যাত্রা: গরুড. পুরাণে দেহ ত্যাগের পর জীবাত্মা যে পর্যায়গুলির মধ্য দিয়ে যায় তার বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।
7. স্বর্গ ও নরক: এই লেখায় ধার্মিকদের জন্য বিভিন্ন স্বর্গীয় রাজ্য এবং দুষ্টদের জন্য নরকে প্রদত্ত ভয়াবহ শাস্তির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।
8. কর্মের প্রভাব: গরুড. পুরাণ মৃত্যুর পর আত্মার গন্তব্য নির্ধারণে কর্মের ভূমিকার উপর জোর দেয়। ভালো কাজ স্বর্গীয় স্থানে নিয়ে যায়, আর খারাপ কাজ নরকে কষ্ট দেয়।
9. ঐতিহ্যবাহী বিবরণ: ঐতিহ্যগতভাবে, গরুড. পুরাণে 18000 শ্লোক ।

Published on: Aug, 13 2025 12:58